জবাবদিহিতার উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সেবার মান বৃদ্ধি পায়

Save the Children

পরিবর্তন শুরু হয় যখন শিশু এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে একসাথে কাজ করে

বাংলাদেশে স্কুল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এসএমসি) এবং শিক্ষকগনের মতে জবাবদিহিতা হলো অভিভাবকগনের নিকট শিশুদের পরীক্ষার ফলাফল জানানো অথবা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট স্কুলের বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করা। তাঁরা স্কুলে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখে গুণগত শিক্ষাদানের বিষয়টি শিশুদের নিকট জবাবদিহিতার আওতায় আনেন না। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার কোন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সুযোগ শিশুরা পায় না, ফলে শিশুদের ক্ষমতায়িত হওয়া ও স্কুলের সেবার মান বৃদ্ধিতে তা বাধা হিসেবে দেখা দেয়।

স্কুলের উন্নত পানি, পায়খানা/পয়নিষ্কাশন এবং হাইজিন (ওয়াশ) ব্যবস্থা শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি এবং গুণগত শিক্ষার প্রধান সহায়ক। বিশেষত: যদি স্কুলে মেয়ে শিশুদের জন্য হাইজিন উপকরণ না থাকে তা হলে তারা স্কুল ত্যাগ করে, স্কুলে তাদের উপস্থিতির হার কমে যায়, ফলে তারা শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। স্কুলে ওয়াশ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার সুফল নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এবং এটা সেবা যাচাইয়ের এমন এক মাপকাঠি যা সহজে দেখা ও মূল্যায়ন করা যায়। সেভ দ্য চিলড্রেন ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্ক ফোর্সের (এনসিটিএফ) সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে যদি ওয়াশ ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে সামাজিক জবাবদিহিতার একটি প্রকল্প গ্রহন করা যায় তা হলে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সহজ হবে যেমন: সামাজিক জবাবদিহিতা কি স্কুলের সেবার মান উন্নয়ন করতে পারে? এটা কি শিশুদেরকে ক্ষমতায়িত করতে পারে? প্রযুক্তি কি হাতিয়ার হিসেবে সামাজিক জবাবদিহিতার ফলাফলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

সেইলক্ষ্যে ২০১৪-২০১৬ সালে এ দুই সংস্থা ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) এবং সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজেবিলিটি (সিএসআইডি) সাভারের ৩০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যেখানে শিশুরা মাই স্কুল ভয়েস নামের একটি আইসিটি এ্যাপস্ শিক্ষক, এসএমসি ও শিক্ষা বিভাগের সাথে পরস্পরের হাত ধরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এ ছাড়া ও উক্ত ৩০ টি স্কুল তাদের সম্পদের সুষম বরাদ্দের জন্য বিস্তারিত বাজেট ও পরিকল্পনা করে। এর ফলে শিশুদের চাহিদার প্রতি সাড়াদানের ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং শিশুদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি হয় যা শিশুদের উন্নয়নে অবদান রাখে।

স্বচ্ছতা আনয়ন প্রক্রিয়া

এসএমসি, শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে এই প্রকল্প স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া চর্চা করে। নিম্নে প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো

১. কর্তৃপক্ষের সাথে শিশুদের মত বিনিময়

এই প্রকল্প শুরুর পূর্বে এসএমসি এবং শিক্ষকগন কখন ও শিশুদেরকে স্কুল ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার কথা বিবেচনা করেনি। এই প্রকল্প তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এনসিটিএফ স্কুলে এনসিটিএফ কমিটি গঠনে উৎসাহ যুগিয়েছে- যার মাধ্যমে শিশুরা তাদের নিজেদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এসএমসি ও শিক্ষকগনের সাথে আলোচনা করেছে- বিশেষত: ওয়াশ বিষয়ে। স্কুল কতৃপক্ষ এনসিটিএফ এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছে। শিশুদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি এর সাথে আলোচনা করার ও মতামত দেওয়ার সুযোগ শিশুরা পেয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি স্কুল কতৃপক্ষের নিকট ওয়াশ প্রাধান্য পেয়েছে।

"আমরা যদি শিশুদের বক্তব্য শুনি এবং তাদের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি তা হলে আমাদের স্কুল ও ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত হবে"।
- প্রধান শিক্ষক, গোকুলনগর হাই স্কুল

২.উন্নয়নের জন্য আইসিটি ব্যবহার

এই প্রকল্পের আওতায় এনসিটিএফ, সেভ দ্য চিলড্রেন এমপাওয়ারের সহযোগিতায় স্কুলের ওয়াশ ব্যবস্থা মনিটর ও রিপোর্ট করার জন্য মাই স্কুল ভয়েস নামে একটি এ্যান্ড্রয়েড আইসিটি এ্যপ্লিকেশন প্রস্তুত করেছে। ওয়াশ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে মাই স্কুল ভয়েসে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প প্রত্যেক স্কুলকে একটি এ্যান্ড্রয়েড ট্যাব প্রদান করেছে যা স্কুলে থাকে এবং এনসিটিএফ শিশুরা তা ব্যবহার করে। প্রধান শিক্ষক ওয়াশ বিষয়ে প্রদত্ত বর্তমান অবস্থার তথ্য তার কম্পিউটারের ড্যাস বোর্ডে দেখেন, অন্য স্কুলের সাথে মিলিয়ে দেখেন এবং সময়ের সাথে সাথে ওয়াশ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। ফলে স্কুলে বেশ কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন: নিয়মিত টয়লেট পরিষ্কার রাখা, সাবান ও টিস্যুপেপার সরবরাহ করা, হাত ধোয়ার জন্য পানির ব্যবস্থা রাখা। কিছু কিছু স্কুলে মেয়েদের মাসিককালীন প্রজনন স্বাস্থ্যচর্চা দেখভাল করার জন্য মহিলা শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও স্কুলের শিক্ষকদের কাজের আগ্রগতি যাচাই ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে উন্নত ওয়াশ ব্যবস্থাকে সংযোজন করা হয়েছে ।

৩. স্কুল পরিচালনা

ওয়াশ বিষয়ে শিশুদের সাথে (তাদের প্রতিনিধি হিসেবে এনসিটিএফ) শিক্ষক ও এসএমসি এর সংযোগ হওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কের শুভ সূচনা হয়েছে। স্কুল পরিচালনা বিষয়ে শিশু ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বড়রা ও উপলব্ধি করতে পারছে। প্রকল্পের স্কুল সমূহে স্কুলের সুবিধাদি উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে শিকক্ষকগন এনসিটিএফ সাথে আলোচনা করেন। স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশু অভিভাবক এবং শিক্ষকগন সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়।

৪.অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট

প্রকল্পের ত্রিশটি স্কুলের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও উন্মুক্ত বাজেট বিষয়ে কোন প্রকারের পূর্ব ধারনা ছিল না। এই প্রকল্প এসএমসি প্রতিনিধি, এনসিটিএফ কমিটির সদস্য, ক্লাস ক্যাপ্টেন, পিটিএ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিকে আলোচনা সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও উন্মুক্ত বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই সেশনে অংশগ্রহণকরীগন কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয় ও স্কুলের বরাদ্দ বিষয়ে মতামত দেয়। স্কুলের ওয়াশ ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন ও সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রত্যেক স্কুলে পৃথক বাজেট লাইন রাখা হয়।

স্কুলের নৈতিকতা উন্নয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল। ষ্টেকহোল্ডারদের মতে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিশুদের অগ্রাধিকারসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এই প্রথমবারের মত স্কুল কর্তৃপক্ষ কমিউনিটির সকল পক্ষের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে; ফলে এসএমসি-এর কাজ এবং কমিউনিটির নিকট জবাবদিহিতা অনেক বেশী দৃশ্যমান হয়েছে।

উন্নততর সুযোগ সুবিধা প্রবর্তন

মাই স্কুল ভয়েস এ্যাপ এর ব্যবহার, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং প্রকল্পের পার্টনারদের মাধ্যমে শিশুদের ও সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের মাধ্যমে একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন হিসেবে ওয়াশ অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটেছে, রক্ষণাবেক্ষন নিয়মিত হচ্ছে ও উন্নততর স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে।

বড়দের সাথে শিশুদের কাজের সম্পর্ক স্থাপন কম দৃশ্যমান হলে ও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিশুদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে শিশুদের মতামত নেয়ার প্রয়োজনীয়তা এসএমসি ও শিক্ষকগন যথেষ্ঠ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। শিশুদের চাহিদা বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে নিজেদের কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন ও স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুদেরকে অর্ন্তভুক্ত করার ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের স্বীকৃতি পেয়েছে।

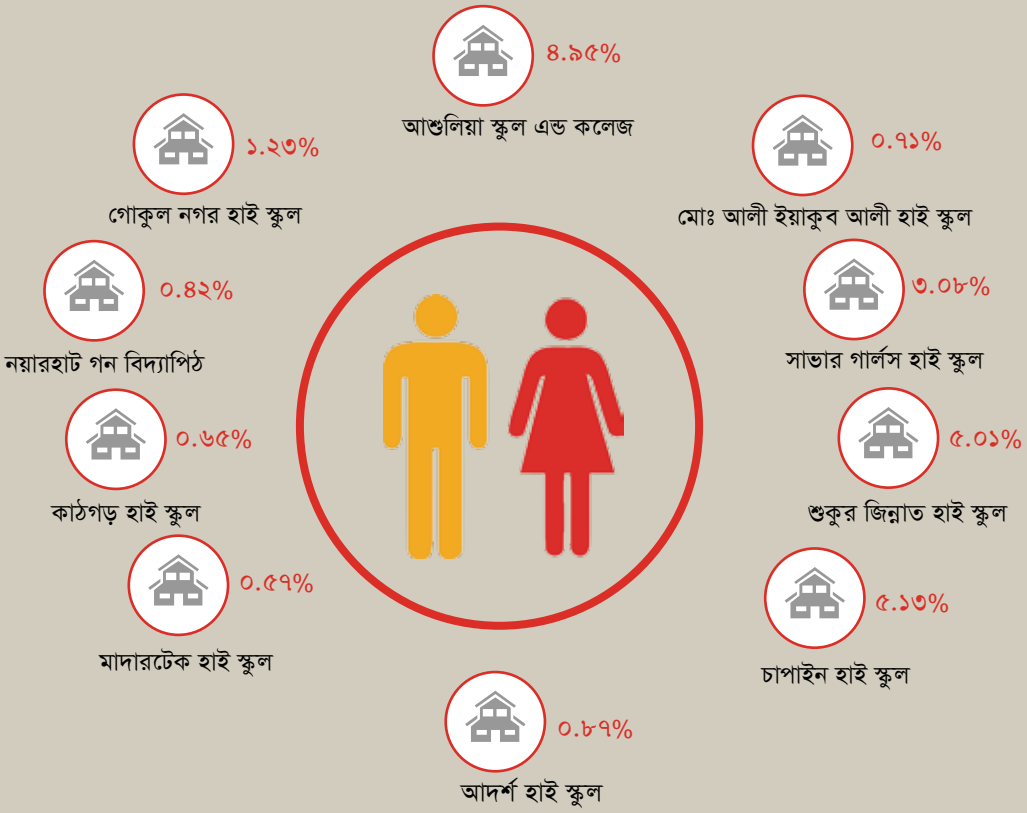

স্কুল ভিত্তিক মোট বাজেটের বিপরীতে ওয়াশ বাজেট বরাদ্দ (%)

উপসংহার

এই প্রকল্প ছাত্র শিক্ষক এর পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এর ফলে স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মতামত প্রকাশে ৩০ টি স্কুলের শিশুদের ক্ষমতায়ন হয়েছে যার মাধ্যমে তারা যৌথভাবে যে কোন ভাল পরিবর্তনে চেঞ্জ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতিগতভাবে মেয়েদের ঋতুকালীন প্রজনন স্বাস্থ্যচর্চা বিষয়ে মতপ্রকাশ করার প্রচলিত বাধাসমূহ নিয়ে মেয়েরা কথা বলতে পারছে, তাদের প্রয়োজনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং উপকরণ সরবরাহ করাসহ নিয়মিত টয়লেট পরিষ্কার রাখা হচ্ছে।

বেশীরভাগ স্কুলে ওয়াশ বিষয়ে মতামত প্রদান ও বাজেট প্রণয়ন এর সাথে আরোও কিছু ভাল চর্চা যেমন স্কুলের শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিয়মিত শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে যোগাযোগ; সুসংগঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড; গাছ লাগানো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ বাক্স স্থাপনের মাধ্যমে এসএমসি ও শিক্ষকগনের সাথে শিশুদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

© সেভ দ্য চিলড্রেন
হাউজ সিডাবলিউএন(এ) ৩৫,রোড ৪৩ ,গুলশান ২,
ঢাকা ১২১২,বাংলাদেশ
টেলিফোন ঃ +৮৮-০২-৯৮৬১৬৯০
B‡gB j : info@.bangladesh@savethechildren.org
https://bangladesh.savethechildren.net/

ডিজাইন ঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম

ফটো ক্রেডিট ঃ আফরোজা শারমিন